রবীন্দ্র পরিক্রমায়

উপেক্ষিত অধ্যায়

বরানগর

অরূপ সাধু

পুনশ্চ

RABINDRA PARIKRAMAY UPEKKHITO ADHYAY *BARANAGAR*
An Analytical Study on Rabindranath Tagore
By Arup Sadhu

First Published
September 2026

ISBN 978-81-7332-463-5

Price ₹ 950

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২৬

দাম ₹ ৯৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

মুখবন্ধ

শ্রীঅরূপ সাধুর রবীন্দ্র পরিক্রমায় উপেক্ষিত অধ্যায়-বরানগর" একটি মূল্যবান গ্রন্থ। মূল্যবান তার কারণ, প্রথমত, এই বিষয়টি নিয়ে এর আগে অনুসন্ধান বা সযত্ন গবেষণা হয়নি। তাই তো লেখক বইয়ের শিরোনামে ''উপেক্ষিত অধ্যায়'' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। শিশু বয়েস থেকে বরানগরে মানুষ হয়েছেন, তাঁর আনুগত্য গভীর। শুধু তাই নয়, তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বরানগরের সম্বন্ধটি খতিয়ে দেখার মতন। ফলে এই গবেষণা রবীন্দ্র চর্চাকে সমৃদ্ধ করবে। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় মূল্যবান গণ্য হবে। পৃথিবীর ইতিহাস চর্চায় আঞ্চলিক ইতিহাস বা Local History ক্রমেই গুরুত্ব অর্জন করছে। আমি ওঁকে অনুরোধ করব বরানগরের অন্যান্য ঐতিহ্য নিয়ে যদি আরেকটা খন্ড লিখেন।

এই খন্ডটির তথ্যের ভান্ডার বিভিন্ন সূত্রের নথিপত্র থেকে গড়ে উঠেছে যেমন স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, রবীন্দ্রজীবনী, সাময়িক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা। তাঁর এই প্রয়াস, এই প্রচেষ্টা, তিরিশ বছরের। আমরা অনেকেই জানি বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট যোগাযোগ হয়েছিল । প্রশান্ত চন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ ১৯৩০ শের দশক থেকে বরানগরেই থাকতেন। সেখানে তাঁদের বিভিন্ন বাসায় রবীন্দ্রনাথ আসতেন ও থাকতেন। তাঁদের একটি বাসার নাম, ''আম্রপালি'', রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। কিন্তু আমরা অনেকেই জানিনা যে মহলানবিশদের ''গুপ্ত নিবাস'' বাড়িটিতে পরবর্তী কালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বেশ কিছু কাল বসবাস করেছিলেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বরানগরের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সম্বন্ধ ছিল।

ব্যাপক তথ্যের সূত্রগুলি ছাড়াও আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে লেখকের ''নিজের কথা'' শিরোনামের অধ্যায়টি। তাতে তাঁর সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছি। তিনি মনে করেছিলেন আমাদের এই বৃহৎ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানা সহজ নয়। তাঁর ভাষায় সে ''এক জ্ঞানের সমুদ্র''। তাই নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে যে জগতটি গড়ে তুলেছিলেন সেটাই ভালো করে জানার ও বোঝার সংকল্প গ্রহণ করেন। লেখক তাঁর পেশাগত জীবনে চলচ্চিত্রকার, সাংবাদিকতা ও আঞ্চলিক পত্রিকার সম্পাদনার সূত্রে আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

সঙ্গে বরানগরের সম্পর্ক জানতে পেরেছিলেন। সেই জানার পরিপ্রেক্ষিত থেকে আরও জানবার আগ্রহ তাঁকে প্রেরণা দেয়। 'নিজের কথা' অধ্যায়টিতে লিখেছেন, ''আমার মনে হল বিশ্ব সাহিত্যে যাঁর বিপুল সম্ভার সেই মানুষটির কেবল আসা যাওয়ার জানাতে থেমে থাকলে হবে না। আরো গভীরে, আরো সবিস্তারে, জানতে হবে। শুরু হল আমার তথ্যানুসন্ধানের দীর্ঘ পথ চলা।''

এই সামান্য উপস্থাপনাটি শেষ করবো বরানগর সম্বন্ধে আমার মনের একটা কথা বলে। আমরা জানি যে সংখ্যা বিজ্ঞান চর্চায় বা বিষয়ে-statistics এর একটি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বরানগরে প্রতিষ্ঠিত, Indian Statistical Institute। প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এখানেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জড়ো করেছিলেন। একটা চলতি কথাই আছে Indian Statistical Institute বা ISI এর campus বছরের পর বছর কেমন Nobel প্রাপ্ত বিজ্ঞানীরা অনায়াসে ঘোরা-ফেরা করেন। আজও Statistics বিদ্যাচর্চায় এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীময়-পরিচিত। প্রশান্তচন্দ্রের নানাবিধ লেখা পড়লেই বোঝা যাবে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় প্রতিষ্ঠানকে তিনি কখনো বরানগর থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার প্রশ্ন তোলেননি।

উমা দাশগুপ্ত

সূচিপত্র

- নিজের কথা ৯
- রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ বরানগর উপেক্ষিত অধ্যায় ১১
- কবির বরানগরে আগমণ যাঁদের সূত্রে কবির বরানগর দর্শন ১৩
- কবির সূত্রে যাঁদের বরানগরে আগমন - চেনা পরিচিত থেকে রাষ্ট্রনেতা ১৫
- কবির দেখা বরানগর পল্লীশ্রী ১৬
- কবির নামাঙ্কিত বরানগরের - 'নেত্রকোনা' ১৮
- কবি নামাঙ্কিত বেলঘড়িয়ার - 'ঘড়ঘড়িয়া' ১৯
- কবি নামাঙ্কিত বরানগরের নতুন বাড়ি - 'আম্রপালি' ১৯
- কোলাহলমুক্ত বরানগরে আশ্রয় যেন আত্মরক্ষা ২১
- কালানুক্রমিক বরানগরে অবস্থান ... ১ম অধ্যায় ২৩
- কবির আগমন পর্ব ... ২য় অধ্যায় ৫৭
- জীবন সায়াহ্নে কবির ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেলো ৮৪
- এই আগমন পর্বে মাত্র তিন ঘণ্টার অবস্থান - বিশ্বকবির স্মৃতিধন্য ৯ নম্বর কালীদাস লাহিড়ী লেন ৮৯
- রবীন্দ্রনাথের 'আম্রপালি' রয়ে গেল স্মৃতি টুকু ৯১
- রবীন্দ্র পরিক্রমায় স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাবলী ৯৩
- বরানগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পঙ্কজকুমার মল্লিকের সাক্ষাৎ ৯৬
- হারায়ে খুঁজি ৯৮
- বরানগরে সৃষ্টির প্রকাশ ১০০
- বরানগর-বেলঘড়িয়া থেকে লেখা কবির পত্রাবলী ১০৮
- রবীন্দ্রনাথের ঠাট্টা ১১৪
- সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা ১২০

নিজের কথা

কিভাবে এবং কেন এই বইটা লেখার ব্যাপারে উৎসাহী হলাম-- সেটা নিজের কাছেই নিজের একটা বড় জিজ্ঞাসা।

প্রথমত জন্মসূত্রে বরানগরবাসী। দ্বিতীয়ত প্রথাগত শিক্ষালাভের উদ্দেশে বাড়িরই নিকটবর্তী এক পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ । সেই শিব-মন্দির একচালা পাঠশালার দূরত্ব নিতান্তই ঢিল ছোড়ার নাগালের মধ্যে নয়। বই-কালো শ্লেট আর বসার জন্যে আসন বগলে চেপে বাড়ির সন্নিকটস্থ হরিয়ার বাগান পেরিয়ে মুখার্জী পাড়ার অলি-গলি অতিক্রম করে 'টোবিন রোডে' রাস্তার ধারে পাঠশালায় পুজোয় যে ধরনের ঘন্টা ব্যবহার হয় সেটা মাস্টারমশাই নাড়বার আগেই প্রবেশ করতে হতো।

শিক্ষারম্ভের পরের ধাপেই অনুপ্রবেশ ঘটার সুযোগ হল বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে। সেটাও বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ফলে বাড়ি থেকে স্কুলের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর আগে যে পথ চলার বিস্তার সেটা বেড়ে যাওয়ায় পারিপার্শ্বিক অদেখা অনেক কিছুই যেন ক্রমশ ধরা দিতে থাকলো। দিন বদলের তালে তালে শৈশব-বাল্য-কৈশর আর যৌবনের পদক্ষেপে বরানগরের বিভিন্ন প্রান্তে আনাচে কানাচে খেলার ছলে— কখনো বা প্রয়োজনে অথবা বিনা প্রয়োজনে ঘোরা-ঘুরির সুবাদে এলাকার অনেক কিছুই দেখা বা জানার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকলো। বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র হওয়ায়, রামকৃষ্ণদেব আর বিবেকানন্দের কৃচ্ছসাধনের প্রাথমিক দিনগুলির কথা জানার সুযোগ হল আর তার সঙ্গে খুব বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বরানগর অঞ্চলটার ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছু শোনা যেত। আর সত্তরের দশকে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক সন্ত্রাসের রক্তাক্ষয়ী দৃশ্য শৈশব-বাল্য বয়সের স্মৃতিতে থেকে যায়।

স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই এক মনমুগ্ধকর নেশায় আসক্ত হলাম। সেই নেশা থেকে আজও মুক্ত হতে পারিনি আর চাইওনি বরং সেই নেশায় আমৃত্যু যাতে আরো বুঁদ হয়ে থাকতে পারি তারই অবিরাম সাধনা চালাই। স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষার গণ্ডী পেরোনোর অবকাশে সেই নেশার সূত্রধরেই হয়তো গণমাধ্যমের প্রতিও আগ্রহ বাড়তে থাকলো। সাংবাদিকতা আর চলচ্চিত্রের প্রতি প্রবণতা যাতে মনকে অবিচল রাখে তার জন্য এমন একটা পেশাগত পরিবেশে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ ঘটলো তথ্য চিত্র নির্মাণের একটা ইচ্ছা মাথায় ভড় করে। চোখের সামনে এসে গেল শৈশবকাল থেকে দেখা -- 'বরানগর'।

ভেবে দেখলাম, সুবৃহৎ দেশ, ভারতবর্ষের-ইতিহাস-ঐতিহ্য জানা, সে এক জ্ঞানের মহাসমুদ্র। তাই শুরুটা হোক একান্ত নিজের অঞ্চল, 'বরানগর'কে দিয়েই। দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলা অঞ্চলকে নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের নিরিখে তালিকাবদ্ধ হলো আঞ্চলিক ইতিহাসের অনেকগুলো দিক। তার মধ্যে একটা দিক যাঁদের জন্যে বরানগরের ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি ঘটে। উঠে এলো বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বরানগরের সম্পর্কের কথা। এলাকার মানুষ কেবল পরম্পরায় জেনে এসেছে বা দেখে থাকে একটা বাড়ি যেখানে রবীন্দ্রনাথ আসতেন— ঐ টুকুই বলা যেতে পারে। আমার মনে হল বিশ্ব সাহিত্যে যাঁর বিপুল সম্ভার সেই মানুষটার কেবল 'আসা-যাওয়ার' জানাতে থেমে থাকলে হবে না। আরো গভীরে আরো স্ববিস্তারে জানতে হবে। শুরু হল আমার তথ্যানুসন্ধানের দীর্ঘ পথ চলা।

সূচনা পর্বে আর এক অন্যতম ব্যক্তি, বিশ্বখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশকে জানার চেষ্টায় ক্রমশ উঠে এলো তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ-এর কথা আর তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জড়িয়ে থাকা অজস্র স্মৃতি। সেই স্মৃতি মালার অগুণতি ঘটনার তথ্য তলাশে আশ্রয় সূত্র হয়ে উঠলো কবির লেখা এবং তাঁকেও লেখা চিঠিপত্র, বিভিন্ন মানুষের স্মৃতি কথা নির্ভর বই, রবীন্দ্রজীবনী এবং সাময়িক ও দৈনিক পত্রপত্রিকা। নিজস্ব পেশাগত দায়বদ্ধতা আর পারিবারিক কর্তব্যকর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকার পাশাপাশি আলোচ্যগ্রন্থের একটা পরিপূর্ণ রূপ দিতে অবিচ্ছিন্ন গবেষণায় প্রায় দেখতে দেখতে তিরিশটা বছর অতিক্রান্ত ।

অনেক আগেই হয়তো তথ্যানুসন্ধান থামিয়ে খাপ-ছাড়া-খাপছাড়াভাবে তথ্য দিয়েই বইটার একটা রূপ দেওয়া যেতো। কিন্তু যাঁকে কেন্দ্র করে তথ্যানুসন্ধান, যাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বৈচিত্রময়-সেই দূরদ্রষ্টা মহাপুরুষ যেন এই কাজটার জন্যেই রেখে

গেছেন অজস্র উপকরণ। আমি কিভাবে ভাবী প্রজন্মের কথা ভেবে সেই সম্পদ কুড়ানোর থেকে নিজেকে বিরত রাখি। নিতান্ত রবীন্দ্রপরিক্রমায় বরানগরে আসা-যাওয়ার নাতি-দীর্ঘ তালিকা প্রদানে ক্ষান্ত থাকলাম না। প্রাসঙ্গিক অনেক ঘটনা, তাঁর সৃষ্টি, সম্পর্কিত মানুষজন, অঙ্কনচিত্র-আলোকচিত্র পরিবেশচিত্রণ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রনেতা এমন একজন সার্থক পরিপূর্ণ মানুষের রূপকে দুই মলাটের মধ্যে ধরে রাখার প্রয়াস ।

প্রথা বর্হিভূত গবেষণার কাজে কোন বাধাই অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়নি, অধুনা স্থানান্তরিত জাতীয় গ্রন্থগারের দৈনিক পত্রিকার বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী কর্মীদের সহযোগিতা এবং বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের অভিলেক্ষাগারে প্রবেশে ছাড়পত্র মেলার অনুমোদন দিয়ে উৎসাহিত করেন প্রয়াত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল মহাশয় । যাঁর প্রতি আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা, তিনিও এক রবীন্দ্রগবেষক শ্রী অভীক কুমার দে, তাঁর অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা আর উৎসাহ প্রদান আমার মনে বল জুগিয়েছে। সর্বপরি, আমার স্ত্রী কন্যা আর পুত্র আমার একান্ত প্রয়াসকে অনুধাবন করে সদাই আমার সঙ্গী হয়েছে, যেটুকু করার সুযোগ পেয়েছি সেটা সকলেরই উৎসাহে।

আমার এই গ্রন্থটির উৎসর্গ তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা নিভৃতে একান্ত নিরালায় বসে জ্ঞান সমুদ্রের অতলে নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ না পেয়েও গবেষণা কর্ম চালিয়ে যান এবং সুস্থ সংস্কৃতির দিশারী।

রবীন্দ্রনাথ
প্রসঙ্গ বরানগর উপেক্ষিত অধ্যায়

এক বিংশ শতাব্দীতে এটুকু অন্তত বলা যায়, 'রবীন্দ্রনাথ' নামটি এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় আপামর বাঙালী জাতির কাছে, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত মানুষের কাছে কম-বেশি ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিল্প-সাংস্কৃতিক মননে আশ্রয়ও বটে। তাঁর প্রতিভার জারসে শিল্প সাহিত্য চর্চার সবকটি শাখাই যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং উর্বর মস্তিষ্কের প্রকৃষ্ঠ প্রকাশ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর পরিচয় একটা বিষয়ের মধ্যে সীমায়িত নয়। তিনি কি নন সেটা জানাই হয়তো এখন গবেষণার বিষয়। সাহিত্যরাজির বিপুল সম্ভারে তাঁর সৃষ্টি উন্মোচন করে নয়া দিগন্ত। তিনি কালোত্তীর্ণ। তিনি অনেক অনেক দিকে বা অনেক অনেক বিষয়ে আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি দুরদ্রষ্টা, তিনি দার্শনিক। তিনি বিশ্ব কবিই নন বিশ্বপথিকও বটে। তাঁর বিপুল সৃষ্টি ও ক্রিয়া কর্মের মধ্যে নিহিত আছে অজস্র সূত্র যা থেকে বিচ্ছুরিত হতে পারে স্বতন্ত্র ভাবনা, উঠে আসে আলোচনার বিষয়। তাঁর লেখা পত্রাবলীর মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায় গবেষণার জন্যে তথ্যের আকর, দেখা যায় কালের স্পষ্ট চিত্র। যেন তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই কখন কৌতুক করে, কখন বা অত্যন্ত সচেতনভাবেই বা কখন প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে এমন কিছু লিখেছেন যা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বা আলোচ্য স্থানটির পরিবেশ চিত্রনে সহায়ক সূত্র।

বরানগর এই জনপদটির সঙ্গে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন হয় এবং সেই সূত্রে এমন কিছু দিক উঠে আসে যা হয়তো এতকাল পরেও ভাললাগার বিষয় যা ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই কালে বা সময়ে। কেননা তিনি সুদূরের পিয়াসী। এই নিবন্ধে কেবল বিশ্ব কবির বরানগরে আগমনপর্ব এবং তাঁর দিনযাপন বা তিনি কি লিখেছেন বা করেছেন তার কালানুক্রমিক গবেষণালব্ধ তথ্যভিত্তিক খতিয়ান লেখাই আমার অভিপ্রায় নয়। সেটাও যেমন আমার প্রয়াস, তার সঙ্গে এই প্রতিভাবান মানুষটির অসাধারণ দূরদৃষ্টি, রসবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, শোকানুভূতি, বহুবিধ কর্মসম্পাদনের অবিচল নিবিষ্ট থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি বেশ কিছু টুকরো দিক্ তুলে ধরার চেষ্টা করতে চাই যা বরানগর এই স্থানটির প্রসঙ্গে বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গে হলেও—সেই দিক সুদূর প্রসারী এবং তার যথেষ্ট ব্যপ্তি।

যেমন, এই পর্বে আমরা দেখবো কিভাবে বিভিন্ন সময় নানা প্রসঙ্গে তিনি নির্মল কুমারী মহলানাবিশ, তাঁর স্নেহের 'রানি'কে যেসব পত্র লিখেছিলেন তাতে এবং অন্যান্য স্নেহভাজনদেরও যেসব পত্র লিখেছিলেন তার মধ্যেও বরানগর প্রসঙ্গে কৌতুক করে কিছু নিজেই শব্দ সৃষ্টি করেছেন বা মন্তব্য করেছেন যেগুলি থেকে হয়তো বরানগরের তৎকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ বা আবহাওয়া সম্পর্কে জানা যায় । প্রশান্তচন্দ্র মহলানাবিশ এবং নির্মল কুমারী মহালানাবিশ যখন গিরিডি থেকে বরানগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য চলে এলেন সেই সময় স্থানবদল হওয়ার জন্যে হয়তো প্রশান্ত চন্দ্রের শরীর খারাপ হয়। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারীকে একটা পত্রে (৪ই মার্চ ১৯৩১) যা লিখলেন, "…..লোকে তোমাদের বাসা নির্বাচন সম্বন্ধে তোমাদের সুবুদ্ধির উপর নিশ্চয় প্রকাশ্যে দোষারোপ করতে আরম্ভ করেছে আর তোমরা অস্বাভাবিক উত্তেজনার সঙ্গে বলবার চেষ্টা করচ যে প্রশান্তর পীড়াটা আকস্মিক, ওটা কদাচই বরাহনাগরিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করিনে কেবল একটা কথা বলবই যে, গিরিডি তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী যেহেতু জায়গাটা শুকনো-বরানগর তার উলটো, অত্যন্ত সরস।"

উক্ত পত্র থেকে বরানগরের জলবায়ু সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল।

নির্মলকুমারীকে অন্য আর একটি পত্রে (৩ বৈশাখ, ১৩৩৮) কবি বৈশাখ মাসের একটা দিনের আবহাওয়া সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তুলনা করে জানালেন, "… এখন বেলা আড়াইটা। বিছানা থেকে উঠে এসে বসেচি। গায়ে একটা রক্তবর্ণের রেশমের উত্তরচ্ছদ। শশীভূষণ ভিলায় যদি এটা ব্যবহার করতুম তাহলে মনে হতো সর্বাঙ্গে বৈশাখের জলসত্র বসানো হয়েচে কিন্তু এখানে এটা আগাগোড়া নীরস রয়েচে। যদি উপযুক্ত উপমা দিতে হয় তবে বলা যায় যে, সেটা হতো উড়িষ্যার প্লাবন, আর এটা হচ্চে তারি স্ট্যাটিস্টিক্স।"